Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক বর্তমান

অ্যালামনাইদের প্রতি ঢাবি উপাচার্য

রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সকল রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য অ্যালামনাইবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজ ২৬ এপ্রিল ২০২৫ শনিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুয়া)-এর বৈশাখী মিলনমেলার উদ্বোধনকালে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করেছে। ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর সকল বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার এখনই সময়।
ডুয়া'র আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ডুয়া'র সদস্য সচিবএ টি এম আবদুল বারী ড্যানী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড, কাজের পরিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অ্যালামনাইবৃন্দ বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁদের গতিশীল কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এসময় সকলের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে এধরনের মিলনমেলা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

The New Age

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan inaugurates the Baishakhi Reunion of the Dhaka University Alumni Association, releasing balloons, at the Teachers-Students Centre of the university on Saturday. — New Age photo

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন : অ্যালামনাইদের প্রতি ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সব রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুয়া)-এর বৈশাখী মিলনমেলার উদ্বোধনকালে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সব বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার এখনই সময়। ডুয়ার আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

যায়যায় দিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন : ঢাবি উপাচার্য

■ যাযাদি ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সব রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

শনিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের (ডুয়া) বৈশাখী মিলন মেলার উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান তিনি।

উপাচার্য বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সব বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার এখনই সময়।

ডুয়ার আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ এলামনাইরা ছিলেন। ডুয়ার সদস্য সচিব এটিএম আবদুল বারী ড্যানি অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ ● পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড, কাজের পরিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলামনাইরা বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

এলামনাই এসোসিয়েশনের গতিশীল কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এ সময় সবার মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে এ ধরনের মিলন মেলা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার

৩য় পৃষ্ঠার পর

এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন, গ্লোবাল স্টাডি, ৪৫ ডিগ্রি এডুকেশন কনসাল্টেন্সি, ওটিএল ইন্টারন্যাশনাল, এবং স্মার্ট বি-এর মতো শীর্ষস্থানীয় কনসাল্টিং ফার্মগুলো তাদের বিশেষজ্ঞ টিম নিয়ে উপস্থিত থাকবে। তারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরামর্শ, স্কলারশিপ মূল্যায়ন, অ্যাপ্লিকেশন সহায়তা এবং ভিসা প্রক্রিয়াকরণে সহযোগিতা করবে।

এই এক্সপোতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছে *নয়া দিগন্ত*, দৈনিক নিউ নেশন এবং আরটিভি। আন্তর্জাতিক শিক্ষার স্বপ্ন দেখছেন এমন সব শিক্ষার্থীকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আরও তথ্য ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য : ওয়েবসাইট : https://ducareerclub.net ই-মেইল: ducareerclub@gmail.com ফোন: +৮৮ ০১৮৩৩-৩৭৯৩০৪। বিজ্ঞপ্তি।

The Daily Obserber

DU VC urges Alumni to unite for univ's development

Dhaka University (DU) Vice-Chancellor (VC) Prof Niaz Ahmed Khan urged the alumni to set aside political differences and unite for the development of the university.

He made the call while inaugurating 'Boishakhi reunion' organized by Dhaka University Alumni Association (DUAA) at the Teachers-Students Centre (TSC) on Saturday.

Addressing the event, DU VC said "Political divisions have harmed us in many ways. Now is the time to move beyond these divisions and work together for the universi-

Highlighting the growing role and activities of DUAA, Prof Niaz said that the association's engagement with the university has expanded significantly, with contributing to various voluntary and development initiatives.

Expressing optimism about the future, DU VC said, "We are going through a critical period. Events like these reunions can play an important role in fostering unity among all stakeholders." —BSS

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

বাংলাদেশ প্রতিদিন

কর্মশালায় গতকাল বক্তব্য দেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতাসহ বিশিষ্টজনেরা —বাংলাদেশ প্রতিদিন

কর্মশালায় বক্তারা

আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ছাড়া সংহতি বজায় সম্ভব নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশকে পৃথিবীর সামনে নতুন করে উপস্থাপন করেছে ৩৬ জুলাইয়ের বিপ্লব। এ আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের সামাজিক সংহতির এক অনন্য উদাহরণ। দেশের তরুণ প্রজন্ম এর নেতৃত্ব দিলেও সব ধর্মের মানুষ ওই দিনগুলোতে একত্রিত হয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সংহতি প্রদর্শন করেছিল। আজও তারা একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনের জন্য সোচ্চার রয়েছে। তবে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ছাড়া জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। গতকাল এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ঢাকার পর্যটন ভবনে অনুষ্ঠিত 'সামাজিক সংহতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। কমিটি ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (সিএডিএফ) এর উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ জুলাই-পরবর্তী শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সব ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আকিজ পাইপসের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই সংহতি সভায় ধর্মীয় প্রধান, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, জুলাই যোদ্ধা, ছাত্র ও তরুণ প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় ২০০ জন দেশি-বিদেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। আকিজ পাইপসের সিইও ও তরুণ ব্যবসায়ী সেখ আজরাফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা তপন চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল্লামা মামুনুল হক, আর্চ বিশপ ক্যাথলিক বিজয় এন ডি'ক্রুজ, হিন্দু মহাজোটের গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয় মহাথেরো, বুদ্ধানন্দ মহাথেরো, ক্যাথলিক চার্চ ইন্টারফেইথের কনভেনার সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা, শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোসলেহ উদ্দীন ফরিদ প্রমুখ। সভায় বক্তারা ফিলিস্তিনে চলমান নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের নিন্দা জ্ঞাপন করেন। বক্তারা বলেন, সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় বাধা হলো অন্য ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার অভাব। ইতিহাসে মানুষ একত্র হয়েছে, কিন্তু একে অন্যকে যখন সমমর্যাদার মনে করেনি তখনই সমাজ ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কখনোই অন্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে না। দুঃখজনকভাবে ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়েও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। মব সৃষ্টি করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিগৃহীত করার সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়াতেও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। সংখ্যালঘুদের দীর্ঘদিনের দাবি যেমন, অর্পিত সম্পত্তি, সংসদের সংরক্ষিত আসন ইত্যাদি বিষয়ে নতুন-পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান দেখা যাচ্ছে না। তারা আরও বলেন, যে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি নিপীড়ন অন্য ধর্মের সমাজকেও আক্রান্ত করে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সমাজ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য অন্য ধর্মের আচার, উৎসব ও প্রথার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা জরুরি। নিজেদের ভিতরে ঐক্য না থাকলে দেশে-বিদেশের কুচক্রী মহল আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে ফেলতে পারে। জাতীয় মুক্তি আর আগের অর্জনকে ধরে রাখতে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা এবং সামাজিক সংহতিকে সুদৃঢ়করণের বিকল্প নেই। এটি বর্তমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এখানে ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট করা আর বিভেদ হানাহানি সৃষ্টির সব প্রচেষ্টা অতীতের যে কোনো সময়ের

The Daily Observer

Majority of students in favour of DUCSU election by June: Survey

If the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) election is organized within June of this year, it will be most peaceful and acceptable-this is the opinion of a large majority of students of the University.

In a survey conducted by the "Advisory Committee" formed by the Dhaka University administration to successfully organize the DUCSU and hall union elections, students have expressed this opinion.

Dhaka University's ICT Cell started this survey on March 23. The results of the survey were submitted to the Advisory Committee on April 6.

In the survey, 1,743 students of the university participated by answering 8 questions through their respective institutional emails. Out of the participants, 1,307 students (74.9%) have given their opinion in favour of organizing the DUCSU election within the next 3 months.

Of the rest, 279 students (16%) said that if the DUCSU election is held within the next 6 months, it will be peaceful and acceptable.

Another 95 students have given their opinion in favor of holding the DUCSU election within one year.

And 62 students think that if the DUCSU election is held after more than one year, it will be peaceful and acceptable.

Some 1,266 students who participated in the survey think the DUCSU election is extremely necessary, while just 31 students think it is completely unnecessary.

To ensure a peaceful and neutral DUCSU election, 903 students (51.8%) have given their opinion that ensuring strict security measures from the administration is the most important step.

Some 309 students (17.5%) have expressed their opinion in favor of making voting and counting fully digital.

In response to the question, "Where can polling centers be set up to make the DUCSU election free and fair"-860 students (49.3%) have given their opinion in favor of setting up polling centers in some pre-selected academic buildings (such as Curzon Hall, Social Sciences Building, Arts Building). —UNB

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ডাকসু নির্বাচন চান ৯৬ শতাংশ শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন চান অধিকাংশ শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে এক জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৯৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডাকসু নির্বাচন প্রয়োজনীয় মনে করেন।

নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গঠিত 'পরামর্শক কমিটির' করা এক জরিপে এসব মতামত দেন শিক্ষার্থীরা। ৬ এপ্রিল পরামর্শক কমিটির কাছে জমা দেওয়া জরিপের ফলাফলের কপি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এর আগে ২৩ মার্চ ডাকসু নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেল এই জরিপ কার্যক্রম শুরু করে। এতে ১ হাজার ৭৪৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের ইনস্টিটিউশনাল ইমেইল ব্যবহার করে জরিপ সম্পন্ন করেন।

ডাকসু নির্বাচন পরিচালনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন সবচেয়ে কার্যকর প্রক্রিয়া বলে মনে করেন জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী। প্রায় ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে।

প্রায় ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করেন আগামী তিন মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন হলে এটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ডাকসু নির্বাচন চান

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ও শান্তিপূর্ণ হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৯৬ শতাংশ শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন প্রয়োজনীয় মনে করলেও মাত্র ২ শতাংশের কিছু বেশি শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক মনে করেন, একাডেমিক ভবনগুলোতে নির্বাচন হলে তা অধিক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট হল বা একাডেমিক ভবন। প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগামী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন চান জরিপে অংশ নেওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রায় ৫২ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করেন শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।